দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়োস্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ২ | ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ শনিবার

সিনেমার উৎসবে আসবার টান। বেড়ে গেল যেই যোগ হল অভিযান।।

উদ্‌বোধনী প্রতিবেদন

এবারের উৎসবের মুখ বাংলার দিকে

দোলা চৌধুরী

এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্‌বোধন হল দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসবের। গতকাল বিকেল পাঁচটায় নন্দন-১-এর পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শুরু হল ছোটোদের এই বাৎসরিক উৎসব। এবারের উৎসবের থিম 'গুপ্তধনের অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চার'। আগামী সাত দিন শহরের মোট ৮টি প্রেক্ষাগৃহে এবং একতারা মুক্তমঞ্চে ৩২টি দেশের মোট ১৮০টি ছবির স্বাদ গ্রহণ করবে ছোট্ট দর্শক-বন্ধুরা। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনাতে সংগীত পরিবেশনা করে 'রবিস্পন্দন'-এর চার শিশু-কিশোর শিল্পী। তারা শোনায় 'বাংলায় গান গাই' গানটি। এই সংগীত পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরি। সংগীতের রেশ ও আবেগ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মধ্যেও। ফেস্টিভ্যালের রীতিমাফিক প্রতিবারই প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করে কোনও ছবির কোনও শিশু-কিশোর অভিনেতা। এবার সন্দীপ রায় পরিচালিত 'নয়ন রহস্য' ছবির খুদে শিল্পী অভিনব বড়ুয়া প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করে। স্বাগতভাষণ দেন স্পেশাল কমিশনার ও ডিরেক্টর অব কালচার শ্রীকৌশিক বসাক। তিনি তাঁর স্বাগতভাষণে সকল শিশুকে একসঙ্গে নিয়ে, তাদের সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে ছবির জগৎকে এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এই বিভিন্ন ছবি তাদের শুধু পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন ও সমৃদ্ধ করে না, তাদের গড়ে তোলে আদর্শ নাগরিক হিসেবে।

এখানে প্রকাশিত হয় উৎসবের তথ্যসমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ বা ব্রোশিয়োর এবং বুলেটিন 'বায়োস্কোপের বাক্স'। এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দুই বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায় ও গৌতম ঘোষ। এই মঞ্চ থেকেই মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীইন্দ্রনীল সেন উৎসবের বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন তাঁর উচ্ছ্বাস এবং মনে করিয়ে দেন, এক যুগ অতিক্রম করল এই উৎসব ছোটোদের সঙ্গে নিয়ে, সেটা একটা বিরাট ঘটনা। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসেন সকলকে এই প্রাঙ্গণে আহ্বান জানান এবং আজকের ছোটোদের আগামীর বিশ্বনাগরিক করে তোলার ব্যাপারে এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুজনেই এই ধরনের একটি উদ্যোগে যে কীভাবে আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একেবারে সক্রিয়ভাবে এই বারো বছর ধরে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, সে কথা মনে করান। তাঁদের সঙ্গে শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষও মনে করিয়ে দেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে তাঁর দায়িত্বে আসার পরেই প্রথম এই ধরনের একটি বিরাট উৎসব আয়োজন করার কথা ভাবেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রিপাবলিক অব কিউবার রাষ্ট্রদূত সম্মাননীয় হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা। বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, সকলে একসঙ্গে বড়ো পর্দায় ছবি দেখার মজাই আলাদা, সেই আনন্দে মেতে উঠুক আগামী প্রজন্ম। তার সঙ্গে ফেলুদার কাহিনি প্রকাশের ৬০ বছরের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে তিনি ফেলুদা-কাহিনির বিপুল জনপ্রিয়তার রহস্য কোথায়, তা বুঝিয়ে দেন। আরেক বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ উৎসবের সার্বিক শুভকামনা করে বলেন, গোটা দেশেই এই ধরনের একটি শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব একেবারেই অভিনব এবং বিরল। মনে করিয়ে দেন, কেবলমাত্র মোবাইল ফোনে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের যুক্ত হতে হবে বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে।

আকাদেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ উৎসবের মূলসুরটি ধরিয়ে দিলেন। বলেন, বাংলার সংস্কৃতিই আসলে বাংলার সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। তাই এবারের উৎসবে ছবি বাছবার ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে বাংলার বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বাদের ছবি। এই বাংলার নাগরিকরূপে যদি আজকের ভবিষ্যতে শিশু-কিশোররা গর্ব বোধ করতে পারে, তাহলেই তা এই উৎসবের সব চেয়ে বড়ো সাফল্য। আগামী সাত দিন সাত রঙের নানা স্বাদের সিনেমা, কুইজে রঙিন হয়ে উঠবে ছোটোদের এই বড়ো আনন্দের সিনে-মেলা।

উদ্‌বোধনের অতিথিরা

বাংলার ঐতিহ্যের বিশ্বজনীনতা ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস

বড়োদের সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব ভবিষ্যতের ছোটোদের তৈরি করা

গৌতম ঘোষ, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক

আমার মনে হয়, শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। অনেক কারণে সেই পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, অনেক শিশু এবং কিশোরের চিন্তাভাবনা বদলে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে ভাবনা ও চিন্তার একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। ছোটোরা প্রকৃতি থেকে যাতে দূরে না চলে যায়, সেই দায়িত্বটি নিতে হবে আমাদের বড়োদেরই।

এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে সিনেমা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই বিষয় নিয়ে ছবির সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেছে অনেকটাই। শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যের সম্ভারও কমে এসেছে বিগত বছরে। শিশু কিশোর আকাদেমি এই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম অবশ্য করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। এবার উৎসবের মূল থিম ট্রেজার হান্ট। এই গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা ছোটোদের ভালো লাগবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গুপ্তধনের ভাবনাটাই দারুণ!

সন্দীপ রায়, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক

দেখতে দেখতে শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব বারো বছরে পা দিল। ভীষণ ভালো লাগছে। আর এই চলচ্চিত্র উৎসবটি এত জমজমাটভাবে হয় এবং এর রেসপন্সও খুব ভালো। আসলে ছোটোদের ছবি খুব বেশি তৈরি হয় না। সেখানে অনেক সিনেমার মধ্যে থেকে ছোটোদের সিনেমা বাছাই করা, এবং সেগুলো দেখানো হচ্ছে, এটা খুবই ভালো বিষয়। এ বছর ফেলুদা প্রকাশের ৬০ বছর। তবে থিম হিসেবে গুপ্তধনের অভিযান এটা একটা দারুণ ভাবনা। এই বিষয়কে ভিত্তি করে অনেকগুলো ছবিও এবারের উৎসবে দেখানো হচ্ছে। আর যেহেতু 'সোনার কেল্লা'ও একটি গুপ্তধন সংক্রান্ত ব্যাপার তাই সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়াও শুনলাম, ফেলুদা প্রকাশের এবার ৬০ বছর বলে ফেলুদা ৬০ নামে একটি ক্যাটাগরিও আছে।

এই উৎসবে বাবার দুটি ছবি দেখানো হচ্ছে, আমারও বেশ কিছু ছবি দেখানো হচ্ছে। ছোটো পর্দার জন্য তৈরি এই ছবিগুলো অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু আজকের প্রজন্ম এগুলো আবার দেখবে বড়ো পর্দায়। সেটা খুব আনন্দের। সন্তোষ দত্তর শতবর্ষও সেলিব্রেশন হচ্ছে। আর-একটি খুব ভালো ব্যাপার হল বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া। বেশ কিছু বাংলা সিনেমাও দেখানো হচ্ছে। তবে ছোটোদের জন্য ছবি তো খুব বেশি হয় না, বেশ কিছু পরিচালক এখন আগ্রহ প্রকাশ করছে ও ছোটোদের জন্য সিনেমা বানাচ্ছে। এটা খুব ভালো দিক।

উদ্‌বোধন করতে পারাটা আমার কাছে বড়ো প্রাপ্তি

অভিনব বড়ুয়া
শিশু অভিনেতা, উদ্‌বোধক, চলচ্চিত্র উৎসব

এই চলচ্চিত্র উৎসবে আমি এসে খুবই খুশি হয়েছি। এই উৎসবের উদ্‌বোধন করতে পারাটা আমার কাছে খুব আনন্দের আর এইটা আমার একটা বিরাট বড়ো প্রাপ্তি। এখানে আমার তো প্রচুর সিনেমা দেখার ইচ্ছা। আমাদের 'নয়ন রহস্য' ছবিতে নয়নের চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি আগেও ফেলুদার বেশ কিছু সিনেমা দেখেছি। 'নয়ন রহস্য'র সেটে সবাই আমার খুব যত্ন নিতেন। বাবুজেঠু আর জেঠিমা আমায় খুবই গাইড করেছেন।

কিউবা এবং ভারত দুটি দেশ হলেও শিশুদের মধ্যে একই রকম মূল্যবোধ

হুয়ান কার্লোস মার্সান আগিলেরা,
রাষ্ট্রদূত, রিপাবলিক অব কিউবা
মাইকি দিয়াজ, ফার্স্ট সেক্রেটারি

আমি এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত। কিউবাকে চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং আমি আনন্দিত যে KICFF ২৪ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় ছবিটি প্রদর্শন করছে। এটি একটি অত্যন্ত অদ্ভুত চলচ্চিত্র, যা ছোটো ছোটো শিল্পীর দ্বারা অভিনীত এবং এই চলচ্চিত্রটি 'দ্য বিট্‌লস' নামক একটি ব্যান্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ডেরেলাকে চিত্রিত করেছে। সকলকে এই চলচ্চিত্রটি দেখার এবং কলকাতায় কিউবার কিছুটা অংশ নিয়ে আসার আনন্দে অংশ নেওয়ার জন্য আমার আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো রইল।

কিউবা এবং ভারত দুটি ভিন্ন দেশ ঠিকই, কিন্তু এদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় একই ধরনের এবং শিশুদের মধ্যে একই রকম মূল্যবোধ তৈরি করে। এখানে কাজ-করা দলটির নাম 'লা কোলমেনিতা' এবং তারা কাজের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা এবং আবেগের জন্য ইউনিসেফ দ্বারা স্বীকৃত। আমার মতে, চলচ্চিত্র শিশুদের ভালোবাসা, করুণা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং আরও অনেক কিছু শেখানোর জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এই চলচ্চিত্র উৎসব এবং আসন্ন উৎসবগুলির আগমনের সঙ্গে আমি কিউবা এবং কলকাতার মধ্যে একটি শক্তিশালী আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

‘আমি ছবির আধার গড়ি’

তন্ময় চক্রবর্তী, শিল্পনির্দেশক

আমি হচ্ছি প্রোডাকশন ডিজাইনার বা আর্ট ডিজাইনার। খুব সহজ কথায় বলি, আমরা সিনেমা দেখতে গেলে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখি, মানে যার সামনে অভিনেতারা অভিনয় করে যান, সেই আধারটা তৈরি করাই আমার কাজ। এটা দু-রকম হতে পারে—ইনডোর আর আউটডোর। ইনডোর মানে শুটিংটা যখন ঘরের ভিতরে হয়, তখন আমাদের কাজটা অনেক বেশি। ব্যাপারটা কীরকম বলো তো... ধরো, আমরা একটা বাড়ি বা ঘর পেলাম, সেখানে নায়ক বা নায়িকা থাকে। এবার চরিত্রটার সঙ্গে মানানসই তো ঘরটাকেও হতে হবে। ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, সেখানে এরকম একটা মানুষ থাকতে পারে। চিত্রনাট্যে যে গল্পটা বলছে, সেই অনুযায়ী হবে ঘরটাও। এবার সেরকমভাবে ঘরটাকে তৈরি করাটাই হল আমাদের, মানে আর্ট ডিরেক্টরদের কাজ। ঘরটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ঘরটারও একটা নির্দিষ্ট চরিত্র থাকে। যদি কোনও সংলাপ না থাকে, কোনও অভিনেতাও না থাকে, তবু শুধু ক্যামেরা প্যান করলেই যাতে দর্শকরা বুঝে নিতে পারেন যে এটা একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের ঘর, সেই কাজটাই আমাদের করতে হয়। এবার এই কাজটা করি কীভাবে? প্রথমেই পরিচালক তাঁর চিত্রনাট্যটি আমাদের দেন। সেখানে অনেক লোকেশন থাকে। আমরা সেই লোকেশনগুলো বুঝে ভাগ করে নিই। তার মধ্যে ইনডোর, মানে চরিত্রদের বাড়ি, অফিস এসব থাকে। আবার কিছু আউটডোরও থাকে। সেখানে রাস্তাঘাট, পাহাড়, নদী সবই থাকতে পারে।

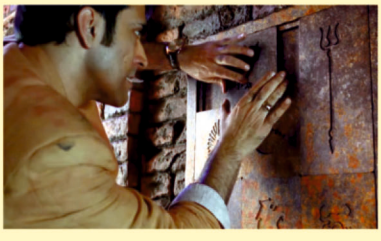

এবার নদী, পাহাড়, জঙ্গল এসব আমাদের বানাতে হয় না। কিন্তু ধরো, নদীর ধারে একটা জেলের বাড়ি আছে কিংবা জঙ্গলে একটা কুঁড়েঘর আছে, এরকমটা যদি গল্পে থাকে, তাহলে সেরকমটা তখন বানাতে হয়। এখানে অনেকরকম মজার ব্যাপারও হয়। ধরো, দার্জিলিঙে শুটিং হবে। গল্পে আছে, বাড়ির জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এবার বাড়ি পছন্দ হল, কিন্তু সেখান দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না। তখন আমাদের খানিকটা প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। সেখানে ক্রোমা করা হয়, গ্রিন বা ব্লু ক্রোমা। ক্রোমার সাহায্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটা ওই জানলার সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। আবার এরকমও হয়, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, সেখানে সামনে একটা শুধু দেওয়াল তুলে দেওয়া হল। দেওয়ালে জানলা, জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। পুরো বাড়িটা আর দরকার হল না। আবার অনেক সময় হয়তো আউটডোরটা এক জায়গায় করে আনা হল। তারপর গল্পের বাকি অংশটা স্টুডিয়ো শুট করার ব্যবস্থা করা হল। এক্ষেত্রে আউটডোর ছবিতে যা যা দেখানো হয়েছে, সেইসব যাতে ঠিকঠাক থাকে, সেটাও খেয়াল রাখতে হয়, না হলে কন্টিনিউয়িটি ব্রেক হয়ে যাবে, সেটা একেবারেই ভুল কাজ। এই কারণেই আর্ট ডিরেক্টরের কাজ করতে হলে পাওয়ার অব ভিশন জোরালো থাকতে হয়। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তৈরি করতে হয়। আমি নিজে সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাস করে এই কাজ করছি। কিন্তু এখন আমার কাছে যারা কাজ করে, তাদের অনেকেই ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছে, মাস কমিউনিকেশন করেছে বা অন্য কোনও কোর্স করেছে।

‘বাস্তবে যা নেই তাকে ফুটিয়ে তোলাই কাজ’

রজত দলুই, ভিএফএক্স আর্টিস্ট

আমরা যে কাজটা করি, তাকে সিনেমার জগতের ভাষায় বলে অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিএফএক্স স্টুডিয়ো। ভিএফএক্স মানে ভিশুয়াল এফেক্টস। আমরা সাধারণত দু-ধরনের কাজ করি। একটা হচ্ছে অ্যানিমেশন স্টুডিয়ো হিসাবে, আর-একটা হচ্ছে ভিএফএক্স স্টুডিয়ো হিসাবে। এখন যে-কোনও ছবি, মানে ছবির বিষয় তৈরি করতে হলে আমাদের গ্রাফিক্সের সাহায্য লাগে। এর মধ্যে কিছু থাকে পুরোপুরি অ্যানিমেশন। মানে সেখানে কোনও লাইভ অ্যাকশন অর্থাৎ বাস্তবে তোলা ছবির ফুটেজ ব্যবহার করা হয় না। যে-কোনও অ্যানিমেটেড সিরিয়াল, কার্টুন এগুলো সবই এই ধরনের কাজ। আর-একটা হচ্ছে ভিএফএক্স-এর সাহায্যে একটা দৃশ্য বা গল্পকে ফুটিয়ে তোলা। ধরো, একটা রূপকথার গল্প হচ্ছে। তাতে কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করছে। কিন্তু গল্পে তাদের জগৎটা দেখানো হচ্ছে, সেটা তো বাস্তব নয়। এবার এখানে একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে ক্রোমা। ক্রোমা দু-রকম হয়—ব্লু আর গ্রিন ক্রোমা। ক্রোমার সামনে শুটিংটা হয়। সেখানে পুরো জগৎটা, তার গাছপালা, প্রাণী সব কিছু আমরা কম্পিউটারে তৈরি করি। মানে ভিএফএক্স-এর সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে বাস্তবে যেটা সম্ভব নয়, সেটাকে সম্ভব করে তোলা যায়। এটাকে বলা হয় কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি। সিনেমার ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজে লাগে। যেমন ধরো, এখন তো আর জ্যান্ত জন্তুজানোয়ার নিয়ে শুটিং করা যায় না। নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই এখন তোমরা পর্দায় যে বাঘ, হাতি এসব দ্যাখো, এগুলো সবই কম্পিউটার জেনারেটেড। যেমন মিতিনমাসির গল্পে যে অতগুলো হাতি দেখা গেছে, সেগুলো একটাও আসল হাতি নয় কিন্তু। এই কাজটা আগে থ্রি-ডি সফটওয়্যারে হত। তবে গত একবছরে এআই আসার পর, আমরা এআই-এর সাহায্যে করি। তার ফলে কাজের মান উন্নত হয়েছে অথচ সময়ও অনেক কম লাগছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজের হয়েছে। আসলে এআই-তে যে-কোনও জন্তুজানোয়ার তৈরি করা খুব সহজ। তার মানে যেটাকে স্বাভাবিকভাবে করা যায় না, করা সম্ভব নয়, সেটাকে রূপ দেওয়াটাই হল ভিএফএক্স-এর কাজ। ভিএফএক্স এখন সারা বিশ্বেই একটা খুব ভালো পেশা। এটাতে কেউ আসতে চাইলে তাকে প্রথমে বারো ক্লাস পাস করতে হবে। তারপর কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ভিএফএক্স ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদেরও একটা ভিএফএক্স ট্রেনিং-এর শাখা আছে। এরকম আরও অনেক ইন্সটিটিউট রয়েছে। তবে অ্যানিমেশন ক্রিয়েশনস আর ভিএফএক্স ক্রিয়েশনস দুটো কিন্তু আলাদা। যে যেটা পছন্দ করবে, সেটাতে ট্রেনিং নিতে পারে। অ্যানিমেশনেরও আবার টু-ডি আর থ্রি-ডি এই দুটো ভাগ আছে। এবার ট্রেনিং নেওয়ার পর কোনও একটা স্টুডিয়োতে যোগ দিয়ে হাতেকলমে কাজ শিখতে শুরু করলেই তার অভিজ্ঞতা বাড়বে। হাতেকলমে কাজ না করলে কিন্তু এটা শেখা সম্ভব নয়।

এবারের উৎসব এবারের প্রদর্শনী

‘প্রদর্শনীতে গুপ্তধনের সন্ধান তো আসলে বুদ্ধির অভিযান!!’

সিনেমা দেখার পাশাপাশি এবারের দারুণ প্রদর্শনী গুপ্তধনের অভিযানে। সেই প্রদর্শনী দেখতেও যেন ভুলো না তোমরা। এই প্রদর্শনীর মূল কারিগরই তোমাদের সকলের প্রিয় সোনাদা বা সুবর্ণ সেন চরিত্রের স্রষ্টা। এবারের এই প্রদর্শনীর বিষয়ভাবনা, লিখন আর উপস্থাপনার অভিনব পরিকল্পনাটি করেছেন আকাদেমির মাননীয় সদস্য, অধ্যাপক শুভেন্দু দাশমুন্সী। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন দোলা চৌধুরী।

দোলা এরকম একটা প্রদর্শনীর ভাবনা কীভাবে এল?

শুভেন্দু ভাবনাটি প্রথম মনে এসেছিল ২০১৫-১৬ সালে। তখন সিনেমার জন্য সোনাদা চরিত্রটি তৈরি করছি। ঠিক করেছি, শুধু বাংলার ইতিহাসের ভিতর যে বিরাট রহস্য আছে, তার খোঁজ দেব আজকের ছোটোদের জন্য, তাদের পরিচিত করব গুপ্তধনের গল্প বলার অছিলায় আসলে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে। সেই ভাবনার সময় থেকেই এই প্রদর্শনী-ভাবনার কথা মনে এসেছিল।

দোলা কীরকম ছিল সেই ভাবনা?

শুভেন্দু ভাবনার দুটো দিক ছিল। এক, কেন আর দুই, কীভাবে এই ট্রেজার হান্ট ব্যাপারটা সারা পৃথিবীতে এত জনপ্রিয় ছোটো-বড়ো সব পড়ুয়ার কাছে। সেটা যত বুঝতে চাইছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল এই বিষয়টা নিজেই তো এক মজার সন্ধান। সেটাই ছবি, তথ্য আর নিদর্শন দিয়ে বোঝার জন্য এই প্রদর্শনীর কথা মনে হচ্ছিল। ফলে এবার যখন ফেস্টিভ্যালের আগে আকাদেমির সভাপতি অর্পিতাদি এই কথাগুলো শুনে বললেন এই দায়িত্ব নিতে, তখন আর হ্যাঁ বলতে এক মুহূর্ত সময় লাগেনি।

দোলা এই ভাবনাকে প্রদর্শশালাতে রূপায়িত করলেন কীভাবে?

শুভেন্দু লক্ষ করে দ্যাখো, এখানে তিনটি পর্যায় আছে। প্রথমে সত্যিকারের যারা গুপ্তধনের সন্ধান করতেন বা এখনও করেন, তাদের সম্পর্কে দু-চার কথা বলে, একদিকে পশ্চিমি সাহিত্য আর সিনেমাতে কীভাবে গুপ্তধনের গল্প এসেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তারপরে দোতলায় গেলে দেখবে, আমাদের বাংলার গল্পে আর সাহিত্যে যেসব গুপ্তধনের গল্প আছে, তার সংক্ষিপ্ত সচিত্র ইতিহাস। সত্যি বলতে কী, আরও যদি বড়ো হতে পারত এই প্রদর্শনী, তবে আরও অনেকের কথাও আসতে পারত এখানে। এটা একটা ভাবনার সূচনা বলতে পারো। আর ছোটোরা দেখবে যখন, তখন একটা ট্রেজার চেম্বার না থাকলে চলে, তাই দোতলায় একটি গুপ্তধনের ভাণ্ডার বানানো হয়েছে, যেটা সকলের খুব ভালো লাগছে দেখে। আর রাখা আছে গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে যেসব জনপ্রিয় উপকরণ থাকে, তার কিছু নমুনা। দূরবিন, মানচিত্র, আতশকাচ, পুরোনো বই, ডায়েরি এইসব।

দোলা এই ধরনের প্রদর্শনী কতটা প্রাসঙ্গিক?

শুভেন্দু এই ধরনের প্রদর্শনী আসলে ছোটোদের মজা করে যে-কোনও বিষয়ে পড়ার ব্যাপারটাতে তাদের উৎসাহিত করে। যে গল্প তাদের পড়তে এত ভালো লাগে, সেই গল্প বা সিনেমাও যে আসলে একটা পরম্পরার মধ্যে গড়ে ওঠে, সেই বিষয়টি জানতে পেরে তারা বোঝে, সব কিছুর পিছনেই তার একটা ইতিহাস আছে। সেটা তাদের ভবিষ্যতে অন্য যে-কোনও আগ্রহের দিকটিকে উন্মোচিত করে। সোনাদাকে দিয়ে ওইজন্যেই বলানো হয়েছিল, সব কিছুতেই গল্প থাকে, খাওয়ার গল্প হয়, পরারও গল্প হয়। শুধু পড়তে পারলেই হল।

দোলা ছোটোদের কাছে এই ধরনের প্রদর্শনী কী বার্তা নিয়ে যাবে?

শুভেন্দু আসলে এটা তাদের ভাবতে শেখাবে। তারা ভাবা প্র্যাকটিস করবে। পড়াশোনার সঙ্গে আনন্দের যে-কোনও বিরোধ নেই, সেটা বুঝতে পারলেই পড়াশোনা আর চিন্তাভাবনার জগতের আসল চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে আসবে। মন দিয়ে পড়াশোনার চেয়ে বড়ো গুপ্তধনের সংকেত আর কোথায় আছে? সেটিই তো আসলে মানবজীবনের সব চেয়ে বড়ো গুপ্তধনের সন্ধান দেয়। তা হল, আসলে আমাদের জীবনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান হারিয়ে আছে, সেই অপার শক্তির সঙ্গে আমাদের আরেকবার চিনিয়ে দেয়। সেটাই আসল গুপ্তধন ফিরে পাওয়ার গল্প। তাই, এই প্রদর্শনীতে গুপ্তধনের সন্ধান তো আসলে সত্যিকারের অভিযান আর বুদ্ধির অভিযান!!

উৎসবের নানা ছবি

উৎসব উদ্‌বোধনের দিন রকমারি মুখোশ পরে কচিকাঁচাদের ভিড়

উৎসব উদ্‌বোধনে শিশুশিল্পীদের বাংলা গানের অনুষ্ঠান

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত। উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩। যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।